রদ্দে গায়ের মুকাল্লিদীয়াত সিরিজ-৬

মিরাজ রাব্বানীর রহস্য ফাঁস



মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

মিরাজ রাব্বানীর রহস্য ফাঁস

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি.এড., মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,

মোবাইল- +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১

ঃঃ প্রকাশনায় ঃঃ

অন্জুমানে উলামায়ে আহনাফ

ইলামবাজার, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

হাফিয আমিল ওবাইদুল্লাহ

মোবাইল ঃ +৯১ ৯৭৩৪২০১০১২

হাফিয আমিল ওবাইদুল্লাহ

মোবাইল ঃ +৯১ ৯৭৩৪২০১০১২

ভূমিকা

بسم الله الرحمٰن الرحيم
نحمده ونصلى علىٰ رسوله الكريم

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সমস্ত প্রসংশা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা প্রতি পালক এবং একমাত্র উপাস্য । তাঁর প্রিয় হাবীব তাজদারে মদীনা আহমদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এঁর প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম যিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন, সাইদুল মুরসালিন, সাফিউল মুজনাবিন ।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শেষ যুগে একদল দাজ্জাল শ্রেনীর মিথ্যাবাদী দলের আবির্ভাব হবে যারা মানুষকে হাদীসের দিকে আহ্বান করবে । তারা এমন এমন হাদীস শোনাবে যা তোমাদের বাপ দাদার মধ্যে কেউ কোনদিন শোনেনি । তোমরা তাদের থেকে দুরে থাকবে এবং তাদেরকে নিজেদের সংস্পর্শ থেকে দুরে রাখবে । (মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০)

বলাবাহুল্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উক্ত ভবিষ্যৎবানী ১২ শত বছর যেতে না যেতেই অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয় । যখন থেকে আহলে হাদীস ফিরকার গোড়াপত্তন হয়েছে তখন থেকে তারা হাদীসের নামে ফিৎনাবাজী আরম্ভ করেছে । কখনো আমিন বিল জেহেরের নামে, কখনো মাসআলা রফয়ে ইয়াদাইনের নামে, কখনো ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার নামে, কখনো মাসআলা ওয়াহদাতুল ওজুদের

নামে । আর এই ফিৎনার পিছনে সবথেকে বড় দায়ী হল আহলে হাদীস আলেমরা । এই আহলে হাদীস আলেমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে ফিৎনার পথ প্রশস্থ করেছে । কোথাও তালিবুর রহমানের নামে, কোথাও তওসীফুর রহমানের নামে, কোথাও জরজীসের নামে, কোথাও জালালুদ্দিন কাসেমীর নামে, কোথাও মতিউর রহমান মাদানীর নামে আবার কোথাও মিরাজ রব্বানীর নামে ।

এখানে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু তালিবুর রহমান, তওসীফুর রহমান, জরজীস, জালালুদ্দিন কাসেমী বা মতিউর রহমান মাদানী নয় । আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল মিরাজ রব্বানী । এই মিরাজ রব্বানী এতবড় দাজ্জাল এবং কাজ্জাব যে তার এমন কোন বক্তৃতার মাহফিল নেই যেখানে সে মিথ্যা কথা বলে না । উলামায়ে দেওবন্দের নামে আকাবির আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের বুযূর্গদের নামে বা উলামায়ে দেওবন্দ ও আকাবির আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের লেখা বুযূর্গদের কিতাব সে খেয়ানত করে পেশ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি মানুষকে ক্ষিপ্ত করে তোলে । এই মিরাজ রব্বানী কখনো মাওলানা যাকারিয়া সাহারানপুরী (রহঃ) এর লেখা ফাজায়েলে আমাল এর উপর বা কখনো মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর লেখা বেহেস্তী জেওর এর উপর ভিত্তিহীন অভিযোগ করে । মিরাজ রব্বানী যে ফাজায়েলে আমাল ও বেহেস্তী জেওরের উপর অভিযোগ করেছে তার দাঁতভাঙ্গা জবাব উলামায়ে দেওবন্দের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে । আজ পর্যন্ত মিরাজ রব্বানী তার উত্তর দিতে পারে নি । আর ইনশাল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত দিতেও পারবে না । মাওলানা ইলিয়াস গুস্মান সাহেব মিরাজ রব্বানীর ‘বেহেস্তী জেওর কা অপারেশন’ নামক বক্তৃতার ক্যাসেটের জবাব দিয়েছেন এবং বেহেস্তী জেওর কিতাবের যেসব মাসআলার উপর এই বেইমান মিরাজ রব্বানী অভিযোগ করেছে তা মাওলানা ইলিয়াস গুস্মান সাহেব আরব উলামাদের কিতাব থেকে প্রমান করে দিয়েছেন । যে মাসআলা মাওলানা

আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) লিখেছেন তা আরবের মুফতীরাও লিখেছেন। মিরাজ রব্বানীর উচিৎ ছিল মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) সহ আরবের মুফতীদেরকেও গালী দেওয়া। কিন্তু মিরাজ রব্বানী তা করে নি। তার কারন তা করতে গেলে আরব থেকে তাকে কুকুর তাড়া করা হবে।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মিথ্যাবাদী ছিল তার থেকে বড় মিথ্যাবাদী হল মিরাজ রব্বানী। তার কারণ, মির্যা কাদিয়ানী মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করেছিল পাঞ্জাবের কাদিয়ান শহরে বসে কিন্তু মিরাজ রব্বানী মিথ্যা কথা বলেছে জেদ্দার মতো পবিত্র শহরে বসে। যেখানে কাফেরও মিথ্যা কথা বলে না। আর যাঁরা মিরাজ রব্বানীর বক্তৃতা শুনেছেন তার অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে মিরাজ রব্বানী ঠিকমতো কুরআন পড়তে পারেনা এবং হাদীসের ইবারতও পড়তে পারে না। তার বেশ কিছু বক্তৃতায় দেখা গেছে যে সে যখন কুরআনের আয়াত পড়ে তখন আয়াতের মধ্যে থেকে শব্দ বাদ পড়ে গেছে। এর দ্বারা বোঝা যায় মিরাজ রব্বানী ঠিকমতো কুরআন পড়তে জানে তাহলে সে আর কি উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি অভিযোগ করবে ?

পাঠকদের বলি মিরাজ রব্বানীর সমস্ত ভূল ধরেতে গেলে একটি বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। সেজন্য বিচক্ষন পাঠকদের জন্য কয়েকটি মারাত্মক ভূল যা মিরাজ রব্বানী বলেছে তা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করলাম। অপেক্ষা করুন মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান সাহেব যে মিরাজ রব্বানীর অপারেশন করেছেন তার পুস্তক আকারে খুব শীঘ্রই পেয়ে যাবেন।

মিরাজ রব্বানী যা বলেছে তার হাওয়ালা দেওয়া সম্ভব হয়নি তার কারণ তার বক্তৃতায় এসব কথা বলেছে। আমি Youtube থেকে শুনেছি।

পাঠকদের বলি, মানুষ মাত্রেই ভূল হয় । তাই এই পুস্তকের মধ্যে কোন ভুল ভ্রান্তি আপনাদের নজরে পড়ে আমাকে জানাবেন পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ । পরিশেষে পাঠকদের জানাই আপনারা দোওয়া করবেন আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের ইমান বৃদ্ধি করে দেন এবং খতিমা বিল খাইর দান করুন । (গ্রন্থকার)

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
গ্রাম ঃ- শালজোড়, পো ঃ- লোকপুর
থানা ঃ- খয়রা শোল, জেলাঃ- বীরভূম
পশ্চিম বঙ্গ, ভারত
মোবাইল-+৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১
E-Mail - md.abdulalim1988@gmail.com

১ নং মিথ্যা

মিরাজ রাব্বানী বলেছে, ‘‘নাম নেওয়া কোন খারাপ কাজ নয়, নাম কুরআন শরীফেও নেওয়া হয়েছে, যেমন আবু লাহাবের, আবু জাহালের, ফিরআনেরও শাদ্দাদেরও, হামানেরও এবং আম্বিয়া (আঃ) এরও নাম এসেছে । ভালো লোকেরও নাম এসেছে এবং খারাপ লোকেরও নাম এসেছে । নাম নেওয়া আল্লাহর সুন্নত ।’’

জবাব

এখানে মিরাজ রব্বানী বলেছে যে কুরআন শরীফে আবু লাহাব, ফিরআন, শাদ্দাদ, হামান প্রভৃতিদের নাম আছে । এটা মিরাজ রব্বানীর সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । কেননা শাদ্দাদের নাম কুরআন শরীফে নেই । কুরআন শরীফে আবু লাহাব, ফিরআন, হামান প্রভৃতিদের নাম তো আছে কিন্তু শদ্দাদের নাম নেই । হয় মিরাজ রব্বানী কুরআন শরীফ সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেনা না হয় জেনে শুনে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে ।

কুরআন শরীফে ১১৪টি সুরা এবং ৬৬৬৬ টি আয়াত আছে । এই কুরআনের একটি আয়াত বাড়াবারও হুকুম নেই এবং একটি আয়াত কমাবারও হুকুম নেই । যদি কোন ব্যাক্তি কুরআন শরীফে কিছু কমবেশী করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে । এখানে মিরাজ রব্বানী শাদ্দাদের নাম আছে বলে কুরআন শরীফের একটি শব্দ বাড়িয়ে দিল । এবং সে যে ৪ জনের নাম নিয়েছে তাতে সে ২৫% কুরআন শরীফের উপর মিথ্যা আরোপ করেছে । এখন মিরাজ রব্বানী এবং তার চ্যালাচামুন্ডাদের উচিৎ যে শাদ্দাদের নাম কুরআন শরীফে আছে তা দেখিয়ে দেওয়া । যদি মিরাজ রব্বানী বা যে কোন গায়ের মুকাল্লিদ ফিরকার লোক যদি দেখিয়ে দিতে পারে তাহলে তাকে ১ কোটি টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে । তা নাহয় গায়ের

গায়ের মুকাল্লিদরা স্বীকার করে নিক যে মিরাজ রব্বানী মিথ্যাবাদী, কাজ্জাব এবং এই উম্মতের একটা বড় দাজ্জাল ।

২ নং মিথ্যা

মিরাজ রাব্বানীকে প্রশ্ন করা, ‘‘নামায ইমামের পিছনে পড়া হয় । তাতে কিছু লোক সুরা ফাতেহা পড়ে কিছু লোক পড়ে না । তাদের নামাযের গুরুত্ব কি ?’’

এর উত্তরে মিরাজ রব্বানী বলেছে, ‘‘আমার বন্ধুগণ আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেন, ইমামের পিছনে হোক বা ইমামের পিছনে না হোক সুরা ফাতেহা পড়া ফরজ । সেজন্য ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা আপনারা পড়বেন ।’’

জবাব

এখানে মিরাজ রব্বানী বলেছে যে নবী (সাঃ) বলেছেন, ইমামের পিছনে হোক বা ইমামের পিছনে না হোক সুরা ফাতেহা পড়া ফরজ । অথচ নবী (সাঃ) এর কোন হাদীসে বলেননি যে ইমামের পিছনে হোক বা ইমামের পিছনে না হোক সুরা ফাতেহা পড়া ফরজ । এটা মিরাজ রব্বানীর হাদীসের উপর সম্পূর্ণ কথা । আর হাদীসের নামে মিথ্যা কথা বলা হল গায়ের মুকাল্লিদদের অভ্যাস ।

আমাদের দাবী হল, মিরাজ রব্বানী বা যে কোন গায়ের মুকাল্লিদের উচিৎ যে নবী (সাঃ) কোথায় বলেছেন যে ইমামের পিছনে হোক বা ইমামের পিছনে না হোক সুরা ফাতেহা পড়া ফরজ । তা নাহয় গায়ের মুকাল্লিদরা স্বীকার করে ডির যে মিরাজ রব্বানী একজন দাজ্জাল এবং কাজ্জাব ব্যাক্তি ।

৩ নং মিথ্যা

মিরাজ রাব্বানী বলেছে, ‘‘হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের ইমাম ছিলেন । যাঁর জন্ম ১৬৪ হিজরীতে হয়েছিল । তাঁর বয়স ৭৭ বছর ছিল । এবং তিনি দামেস্কের বাসিন্দা ছিলেন । দামেস্কের মধ্যেই তাঁর কবর আছে । এবং ৩৩ খন্ডের মুসনাদে আহমদ নামক হাদীসের গ্রন্থ তিনি নিজের হাতে লিখেন ।’’

জবাব

এখানে মিরাজ রব্বানী বলেছে যে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) দামেস্কের বাসিন্দা ছিলেন এবং দামেস্কের মধ্যেই তাঁর কবর আছে । অথচ এটা হল মিরাজ রব্বানীর সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । কারণ গায়ের মুকাল্লিদদের বড় ইমাম নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী সাহেব তাঁর ‘আত্তাজুল মুকাল্লল’ এর মধ্যে লিখেছেন যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বাগদাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪১ হিজরীতে বাগদাদের মধ্যেই মারা যান । মিরাজ রব্বানী এমনই কপালপোড়া যে সে এতটুকু জানে না যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) কোথায় জন্মগ্রহন করেন এবং কোথায় মারা যান । এরকম ধরণের জাহিল কেবলমাত্র গায়ের মুকাল্লিদ ছাড়া আর কে হতে পারে ?

৪ নং মিথ্যা

মিরাজ রাব্বানী বলেছে যে তাযকিরাতুর রাশিদ গ্রন্থটি মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর জীবনীর উপর লেখা হয়েছে ।

জবাব

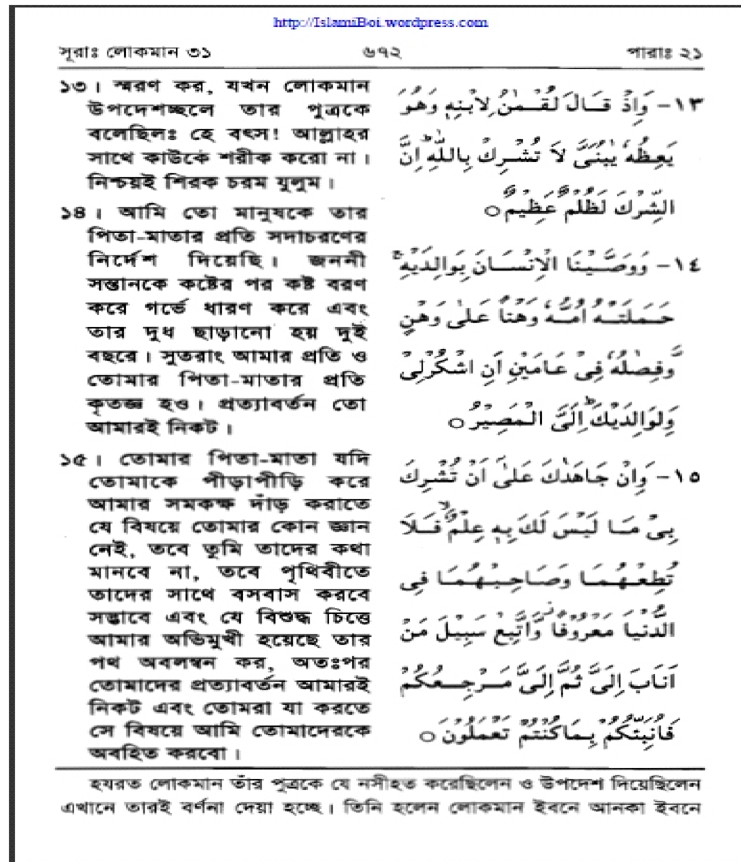
এখানে মিরাজ রব্বানী বলেছে যে 'তাযকিরাতুর রশিদ' গ্রন্থটি মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর জীবনীর উপর লেখা হয়েছে । এটাও হল মিরাজ রব্বানীর সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । কেননা, 'তাযকিরাতুর রশিদ' কিতাবটি মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর জীবনীর উপর লেখা হয়নি । সেটা লেখা হয়েছে মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ) এর জীবনীর উপর । মিরাজ রব্বানীর বোঝা উচিৎ ছিল যে কিতাবটির নাম 'তাযকিরাতুর রশিদ' অর্থাৎ মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ) এর তাযকিরা বা আলোচনা করা হয়েছে । কিতাবটি যদি মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর জীবনীর উপর লেখা হত তাহলে কিতাবটির নাম 'তাযকিরাতুল আশরাফ' হত । কিতাবটির নাম 'তাযকিরাতুর রশিদ' নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে সেটি মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ) এর জীবনী । কিন্তু মিরাজ রব্বানী এতোই জাহিল যে কিতাবের নাম শুনে বুঝতে পারে না যে সেটি কার জীবনী ? যারা উলামায়ে দেওবন্দের কিতাবের নাম সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান রাখে না তারা আবার উলামায়ে দেওবন্দের উপর অভিযোগ করে । আল্লাহ পাক এরকম ধরণের দাজ্জালের হাত থেকে আমাদের হেফাজত করুন ।

৫ নং মিথ্যা

মিরাজ রাব্বানী বলেছে যে শিরকের ব্যাপারে ‘ইন্নাহু শিরকানা জুলমুন আজীম’ আয়াতটি সুরা লুকমানের ১ অথবা ২ নং আয়াতে আছে ।

জবাব

এখানে মিরাজ রাব্বানী বলেছে যে ‘ইন্নাহু শিরকানা জুলমুন আজীম’ আয়াতটি সুরা লুকমানের ১ অথবা ২ নং আয়াতে আছে । অথচ এটা মিরাজ রব্বানীর সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । কেননা, উক্ত আয়াতটি কুরআন শরীফের ১৩ নাং আয়াতে আছে । নিচের স্ক্রীন শর্টটি লক্ষ্য করুন,



http://IslamiBoi.wordpress.com

সূরাঃ লোকমান ৩১ ৬৭২ পারাঃ ২১

১৩। স্মরণ কর, যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিলঃ হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম।

١٣- وَإِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○

১৪। আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

١٤- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۗ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ ○

১৫। তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো।

١٥- وَإِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۖ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে যে নসীহত করেছিলেন ও উপদেশ দিয়েছিলেন এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তিনি হলেন লোকমান ইবনে আনকা ইবনে

মিথ্যা এবং জালিয়াতির দ্বিতীয় নাম হল গায়ের মুকাল্লিদীয়াত । আর ভূল ভাল হাওয়ালা -দওয়া গায়ের মুকাল্লিদদের অভ্যাস ।

৬ নং মিথ্যা

মিরাজ রাব্বানী বলেছে, হযরত হামযা (রাঃ) কে বদরের যুদ্ধে শহীদ করে দাওয়া হয়েছিল ।

জবাব

এখানে মিরাজ রব্বানী বলেছে যে হযরত হামযা (রাঃ) কে বদরের যুদ্ধে শহীদ করে দাওয়া হয়েছিল । এটাও হল মিরাজ রব্বানীর সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । কেননা হযরত হামযা (রাঃ) কে বদরের যুদ্ধে শহীদ করা হয়নি । তাঁকে উহুদের যুদ্ধে শহীদ করা হয়েছিল । দেওবন্দ মাদ্রাসার একজন তালেবে ইলমও জানে যে হযরত আমির হামযা (রাঃ) কে মদীনার পাশে উহুদের ময়দানে উহুদের যুদ্ধে শহীদ করা হয়েছিল এবং যে স্থানে হযরত আমির হামযা (রাঃ) কে শহীদ করা হয়েছিল সেই স্থানের নাম আজও হযরত আমির হামযা (রাঃ) এর নামে 'সাইয়েদুস শুহাদা' নামে পরিচিত । মিরাজ রব্বানী এত বড় জাহিল যে সে সৌদী আরবে থাকা সত্ত্বেও জানে না যে হযরত আমির হামযা (রাঃ) কে কোথায় কোন যুদ্ধে শহীদ করা হয়েছিল । সত্যই গায়ের মুকাল্লিদরা কপাল পোড়া ।

৭ নং মিথ্যা

মিরাজ রাব্বানী বলেছে, "আশআরী, মাতুরীদি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের বাইরে ।"

জবাব

এটা মিরাজ রব্বানীর সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । কেননা আশআরী অর্থাৎ

ইমাম আবুল হাসান আশআরী ও ইমাম মাতুরীদি প্রভৃতিরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের বাইরে নন । তাঁরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভূক্ত । এই কথা আহলে হাদীসদের মীর ইবরাহীম শিয়ালকোটি লিখেছেন যে “উসুল এবং আকায়েদের দিক থেকে আহলে সুন্নতের তিনটি মাসলাক পরিচিত হয়েছে । প্রথমজন হলেন আহমদ বিন হাম্বল দ্বিতীয়জন হলেন ইমাম আবুল হাসান আশআরী ও তৃতীয়জন হলেন ইমাম মাতুরীদি ।” (তারীখ আহলে হাদীস, পৃষ্ঠা-৫২)

এখানে মীর ইবরাহীম শিয়ালকোটি ইমাম আবুল হাসান আশআরী ও ইমাম মাতুরীদি প্রভৃতিদের মাসলাককে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মাসলাক এবং তাঁদেরকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের ইমাম বলে লিখেছেন ।

গায়ের মুকাল্লিদ মৌলবী ফতোয়া সাত্তারিয়ার খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৪, ২৫ এবং ২৬ এর মধ্যে আব্দুর সাত্তার দেহলবী ইমাম আবুল হাসান আশআরী ও ইমাম মাতুরীদি প্রভৃতিদের আহলে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন । এবং বাংলাদেশের আসাদুল্লাহ আল গালিবও ‘আহলে হাদীস আন্দোলন’ কিতাবে উক্ত দুই ইমামকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভূক্ত বলেছেন । কিন্তু জাহিল মুল্লা মিরাজ রব্বানী তা জানে না ।

আমরা মিরাজ রব্বানী ও তার চ্যালাচামুন্ডাদের বলব তাদের কোন অধিকার নেই আমাদের আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের কোন ইমামকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের বাইরে বলে ঘোষনা করতে । কেননা, মিরাজ রব্বানী এবং তার আহলে হাদীস ফিরকা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভূক্ত নয় । তার কারণ আহলে হাদীস মৌলবী মুহাম্মাদ হোসেন বাটালবী ইংরেজ মহারানী ভোক্টোরিয়ার কাছে গিয়ে নিজেদের নাম

আহলে হাদীস রেজিষ্টি করিয়ে নেয় । সুতরাং মিরাজ রব্বানী এবং তাঁর দল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভূক্ত নয় ।

৮ নং মিথ্যা

মিরাজ রাব্বানী বলেছে, ‘‘এবং ‘ইশক’ শব্দটি হল বড়ই খবীশ শব্দ । ইশকের মধ্যে যৌন উত্তেজনা থাকে । সেজন্য কেউ বলে না আমি আমার মায়ের সঙ্গে ইশক করি । কেউ কি বলে আমি আমার বোনের সঙ্গে ইশক করি । তাহলে তাকে জুতো মারা হবে । ঠিক কিনা বলুন । কেউ কি বলে আমি আমার কন্যের সঙ্গে ইশক করি । যদি এই শব্দটি সম্মানীয় হয় তাহলে বল আমি আমার মায়ের আশিক । আমি আমার কন্যার আশিক । তাহলে তাকে জুতো মারা হবে ।..........ইশক শব্দটাই হল বদনাম শব্দ । ইশক শব্দটাই হল বদনাম শব্দ । ইশক শব্দটাই হল রান্ডি এবং বেশ্যাদের শব্দ ।’’

জবাব

এখানে জাহিল মুল্লা মিরাজ রব্বনী ইশক শব্দটিকে মারাত্মক হামলা করেছে । এখানে মিরাজ রব্বনী বলেছে যে, ‘‘ইশক শব্দটাই হল বদনাম শব্দ । ইশক শব্দটাই হল বদনাম শব্দ । ইশক শব্দটাই হল রান্ডি এবং বেশ্যাদের শব্দ ।’’

এখানে মিরাজ রাব্বানী যা বলেছে তা সত্যের বিপরীত । কেননা ইশক শব্দটি বদনাম নয় এবং রান্ডী এবং বেশ্যাদের শব্দ নয় । আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব ফিরোজাবাদীর বিখ্যাত কিতাব ‘আলা মাগানিমুল মাতাবা’ কিতাবের প্রথম খন্ডের ১৬৪ পৃষ্ঠায় মদীনার জন্য ইশক শব্দটি ব্যাবহার করা হয়েছে । এখানে মিরাজ রব্বানীর সৌদী সরকার ও আল্লামা

মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব ফিরোজাবাদীকে বলা উচিৎ যে তাঁরা ইশক শব্দের মানে জানেন না । কেবল মাত্র মিরাজ রব্বানী জানে । ইশক শব্দটি রান্ডী এবং বেশ্যাদের জন্য বলা হয় ।

আহলে হাদীস মাওলানা নবাব সিদ্দিক হাসান খান সাহেবের জীবনী লিখেছেন তাঁর পুত্র মীর আলী হাসান খান 'মা'শিরা সিদ্দিকী' নামে । সেখানে নবাব সিদ্দিক হাসান খান সাহেব কবিতা লিখেছেন,

ইন্নি আশিক্তু আলা ইকামাতি তাবাতিন
ফামাতা আফুজুবিজন্নাতিত্ দুনিয়ায়ী

অর্থাৎ আমাকে মদীনা মুনাওয়ারায় থাকার ইশক আছে । দুনিয়ার এই জান্নাত আমি কখন পাব ? (মা'শিরে সিদ্দিকী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮)

এখানে নবাব সিদ্দিক হাসান খান সাহেব আরবী কবিতায় বলছেন যে তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারার সঙ্গে ইশক আছে । অর্থাৎ এখানে নবাব সাহেব মদীনার জন্য ইশক শব্দটি ব্যাবহার করেছেন ।

এখানে কি মিরাজ রব্বানী বলবে যে নবাব সিদ্দিক হাসান খান রান্ডীবাজ ছিলেন এবং বেশ্যাদের মতো শব্দ ব্যাবহার করেছেন ?

নবাব সিদ্দিক হাসান খান সাহেব ফারসীতে কবিতা লিখেছেন,

চেঁ হযরতে কে ফরো মান্দগানে বাদীয়ে ইশক
উম্মিদ গাহে নাদারন গায়ের আন দরগাহ
(মা'শিরে সিদ্দিকী, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৯৩)

নবাব সিদ্দিক হাসান খান সাহেব ফারসী কবিতায় ইশক শব্দটি ব্যাবহার করেছেন । নবাব সিদ্দিক হাসান খান সাহেব অন্য জায়গায় উর্দূতে শায়রী লিখেছেন,

হমে তো ইশক নে মজবুর হি সদা রখা,
ইলাহী কৌন হ্যায় জো ইখতিয়ার রখতে হ্যাঁয় ।
(মা'শিরে সিদ্দিকী, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৪)

নবাব সিদ্দিক হাসান খান তাঁর 'রেহনাতুস সিদ্দিকী'র ২৯ ও ৩০ পৃষ্ঠার মধ্যে আরবী কবিতা লিখেছেন,

''আতাইতু মিন দারে ইশকিন''

অর্থাৎ আমি তো ইশকের (ভালোবাসার) ঘরে পৌঁছে গেছি ।

অন্য জায়গায় নবাব সিদ্দিক হাসান খান সাহেব লিখেছেন,

''আশিকতু ফি মাক্কাতাজাতুল বাহার''

এখানেও নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী সাহেব ইশক শব্দটি ব্যাবহার করেছেন ।

আহলে হাদীস মাওলানা আবু বকর গজনবী দাউদ গজনবীর জীবনী 'তাযকিরা গজনবীয়া' নামে লিখেছেন । উক্ত কিতাবের ৩৬ পৃষ্ঠায় দ্বীনের প্রতি ইশক শব্দ করা হয়েছে এবং ৩৩০ পৃষ্ঠায় হাদীসের প্রতি ইশকের শব্দ ব্যাবহার করা হয়েছে । উক্ত 'তাযকিরা গজনবীয়া' কিতাবে হাফিয

সিরাজীর লেখা কবিতাও নকল করা হয়েছে সেখানে ইশক শব্দটি ব্যাবহার করা হয়েছে। কবিতাটি হল,

হরগিজ না মিরত আঁখ দিলস্ত
জিন্দা সুতবা ইশক সবত অস্ত
হর জরিদায়ে আলম দাওয়া মে মা।

অর্থাৎ যার মন ইশকের মধ্যে বেঁচে আছে সে কোন মতেই মরবে না।

এখানে হাফিয সিরাজীর বলেছেন যে যার মন ইশকের মধ্যে বেঁচে আছে সে কোন মতেই মরবে না। কিন্তু জাহিল মুল্লা মিরাজ রব্বানী মন (দিল) তো মারা গেছে সে কিভাবে ইশক শব্দের মানে বুঝবে ? উক্ত 'তাযকিরা গজনবীয়া'র ৪২১ এর মধ্যে উর্দূ শায়রী লেখা আছে,

রহে য়ে আরজুয়েঁ ইয়া নিকাল জায়েঁ বরাবর হ্যায়
মরিজে ইশক শে পুছো তো গম য়ূঁ ভি হ্যায় আউর য়ূঁ ভি।

এখানে দাউদ গজনবী সাহেব নিজেকে ইশকের মরিজ বা রোগি বলেছেন। মিরাজ রব্বানী আহলে হাদীস মাওলানা দাউদ গজনবীকে কি বলবে যে তিনি রান্ডিবাজী এবং বেশ্যাদের সঙ্গে এমন ফেঁসেছিলেন যে তিনি ইশকের মরিজ অর্থাৎ রোগি হয়ে গিয়েছিলেন।

আহলে হাদীস মৌলবী আব্দুস সাত্তার দেহলবী 'ফাতাওয়া সাত্তারিয়া'র মধ্যে লিখেছেন, "এর সুন্নতের আশিকরা মুসলমান।" (খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭২)

আহলে হাদীসদের কারামাতে আহলে হাদীসের ৯৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, মাওলানা সুলাইমান আশিকে রসুল ছিলেন। আহলে হাদীসদের মাওলানা সাদিক সিয়ালকুটি 'সালাতুর রসুল' এর হাশিয়ার ১৯ পৃষ্ঠার মধ্যে মুহাম্মদ গোন্দলবী লিখেছেন যে সাদিক সিয়ালকুটি আশিকে রসুল ছিলেন।

সুতরাং এখানে আহলে হাদীস মৌলবীদের ইশক শব্দের ব্যাবহারের উপর ইজমা হয়ে গেছে ।

মিরাজ রব্বানী নিজেও ‘ইশকে রসুল আওর হাম’ নামে একটি ক্যাসেট কেকর্ড করিয়েছে । তাহলে মিরাজ রব্বানী বলুক যে সে নিজেও রান্ডীবাজ এবং বেশ্যাদের সঙ্গে লিপ্ত ।

উলঝা হ্যায় পাঁও ইয়ার কা জুলফে দরাজ মে
লো খুদ হী আপনে জাল মে শিকারী আ গয়া

সুতরাং এখানে মিরাজ রব্বানী সহ হাদীস মৌলবীদের ইশক শব্দের ব্যাবহারের উপর ইজমা হয়ে গেছে । আর এতগুলো আহলে হাদীস মৌলবী যে ইশক শব্দ ব্যাবহার করেছেন তাহলে তারা কি প্রত্যেকেই রান্ডীবাজ এবং বেশ্যাগিরিতে লিপ্ত ছিলেন ? আহলে হাদীসরা বলুন মিরাজ রব্বানী সত্যই মৌলবী না একজন জাহিল এবং দাজ্জাল বেদ্বীন গায়ের মুকাল্লিদ ।

আহলে হাদীসদের এতগুলো মাওলানা ইশক শব্দটি ব্যাবহার করেছিলেন । মিরাজ রব্বানী কুরআন হাদীস কি ব্যাখ্যা করবে সে নিজেদের আকাবির উলামেদের কিতাব সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না ।

৯ নং মিথ্যা

মিরাজ রাব্বানী তাবলীগী জামাআতের ভায়েদের প্রতি উদ্দেশ্য করে বলেছে, “ওবে মুনাফিক । উবাই ইবনে কা’ব কি ঔলাদ । হ্যয় না । উবাই ইবনে সলুন কি পোতে । তু তু ক্যা তেরি হ্যায়সিয়াত ।”

অর্থাৎ- ওবে (গালি দিয়ে) মুনাফিক । উবাই ইবনে কা'বের বাচ্চা । ঠিক নয় কি ? উবাই ইবনে সলুনের পোতা ।

জবাব

এখানে মিরাজ রব্বানী বলেছে যে ওবে (গালি দিয়ে) মুনাফিক । উবাই ইবনে কা'বের বাচ্চা । অর্থাৎ হযরত উবাই ইবনে কা'ব মুনাফিক ছিল । মিরাজ রব্বানী এও তাবলীগী জামাআতের ভায়েদের প্রতি উদ্দেশ্য করে বলেছে যে "উবাই ইবনে সলুনের পোতা ।" অর্থাৎ মিরাজ রব্বানীর কথা অনুযায়ী উবাই ইবনে সলুনের পোতাও মুনাফিক ছিল ।

এখন দেখা যাক মিরাজ রব্বানীর কথা কতদুর সত্য । হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) একজন জবরবস্ত সাহাবী ছিলেন । এবং মুআত্বা ইমাম মালিকের যে হাদীস নিয়ে মিরাজ রব্বানী এবং তার দলবলের লোকরা ৮ রাক্‌আত তারাবীহর নামায পড়ার দলীল স্বরুপ পেশ করে সেই হাদীসে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এর নাম আছে । তাহলে কি আহলে হাদীসরা মুনাফফিক সাহাবীর হাদীসের উপর আমল করে ?

মিরাজ রব্বানী যে বলেছে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) মুনাফিক ছিলেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা । হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) মুনাফিক ছিলেন না তিনি একজন জবরদস্ত সাহাবী ছিলেন ।

অপরদিকে মিরাজ রব্বানী তাবলীগী জামাআতের ভায়েদের প্রতি উদ্দেশ্য করে বলেছে যে উবাই ইবনে সলুনের পোতা । অর্থাৎ হযরত উবাই ইবনে সলুনের পোতা আব্দুল্লাহ মুনাফিক ছিল । মনে রাখা প্রয়োজন যে উবাই ইবনে সলুনের পুত্র আব্দুল্লাহ মুনাফিকদের সর্দার ছিল । কিন্তু আব্দুল্লাহর পুত্র আব্দুল্লাহ একজন সাহাবী ছিলেন তিনি মুনাফিক ছিলেন

না । এখানে হযরত উবাই ইবনে সলুনের পুত্রের নামও আব্দুল্লাহ ছিল এবং পোতারও নাম আব্দুল্লাহ ছিল তার মানে পিতা পুত্রের নাম একই ছিল । সুতরাং উবাই ইবনে সলুনের পোতা আব্দুল্লাহ মুনাফিক ছিলেন না । তিনি সাহাবী ছিলেন । তাঁর সিলসিলা নসব এরকম আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সলুন ।

এখানে মিরাজ রব্বানী উবাই ইবনে সলুনের পোতা হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) কে মুনাফিক বলে নবী (সাঃ) এর সাহাবায়ে কেরামকে গালি দিয়েছে ।

আহলে হাদীসদের মহামান্য আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী তো লিখেই দিয়েছে যে ‘‘সাহাবায়ে কিরামদের পাশে ‘রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু’ বলা উচিৎ কিন্তু আবু সুফিয়ান, মুআবিয়া, উম্মর বিন আস, মুগিরা বিন শায়বা এবং উম্মর বিন জুনদুব প্রভৃতিদের পাশে ‘রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু’ বলা উচিৎ নয় ।’’ (কানযুল হাকায়েক)

আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী আরও লিখেছেন, ‘‘আনেক সাহাবা কাফের ছিলেন ।’’ (নজলুল আবরার, পৃষ্ঠা- ১২)

মিরাজ রব্বানীর পূর্ব পুরুষ এবং আহলে হাদীস দলের আদি পিতা আব্দুল হক বেনারসী বলেছেন, ‘‘হযরত আলি (রাঃ) এর সঙ্গে যুদ্ধ করে হযরত আয়েশা (রাঃ) মুরতাদ (ইসলাম থেকে খারিজ) হয়ে গিয়েছিলেন । যদি তওবা না করে মারা যান তাহলে কাফের হয়ে মারা গেছেন ।’’ (কাশফুল হিজাব, পৃষ্ঠা- ১১)

(বিস্তারিত জানতে পড়ুন আমার লেখা ওয়াজহুন জদীদ লি মুনকিরিত তাকলীদ বা আহলে হাদীস ফিৎনার নতুন রুপ)

মিরাজ রব্বানী যে হযরত সাহাবী উবাই ইবনে কা’ব (রাঃ) ও হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) কে মুনাফিক বলেছে তা সে তার আকাবির উলামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী, রইস আহমদ নদবী, আব্দুল হক বেনারসী প্রভৃতিদের কাছ থেকে শিখেই বলেছে । আহলে হাদীসদের নীতিই হল সাহাবায়ে কিরামদের গালীগালাজ করা । আর আহলে হাদীসরা যে বলে যে তারা আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী, আব্দুল হক বেনারসী প্রভৃতিদের মানে না তা হল তাদের সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা তা আজ মিরাজ রব্বানীর কথা দ্বারাই প্রমাণ হয়ে গেল ।

১০ নং মিথ্যা

মিরাজ রাব্বানী আল্লাহর নাম কসম করে বলেছে, হযরত খাজা মইনুদ্দীন চিস্তী (রহঃ) হিজড়া ছিলেন ।

জবাব

এখানে মিরাজ রব্বানী আল্লাহর ওলী হযরত খাজা মইনুদ্দীন চিস্তী (রহঃ) কে হিজড়া বলে গালিগালাজ করেছে । হযরত খাজা মইনুদ্দীন চিস্তী (রহঃ) কে হিজড়া ছিলেন না । এটা মিরাজ রব্বানীর সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । আওলিয়ায়ে কেরামদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ থাকার জন্যই মিরাজ রব্বানী হযরত খাজা মইনুদ্দীন চিস্তী (রহঃ) কে গালি দিয়েছে । অথচ হাদীস শরীফে আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেন, “যে লোক আমার অলীর সঙ্গে শত্রূতা করে, সে আমার সাথে যুদ্ধের ঘোষনা দেয় ।” (বুখারী শরীফ)

প্রিয় পাঠক ! এটাই কি বুর্যগানে দ্বীনের মুহাব্বত ! এটাই কি আওলিয়া আল্লাহর মুহাব্বাত ! যে দলের লোকেরা হযরত খাজা মইনুদ্দীন

চিস্তী (রহঃ) কে হিজড়া বলে গালিগালাজ দেয় তারা কি কোনদিন মুসলমান হতে পারে ? আসল কথা হল, শিয়ারা যেরকম ততক্ষন পর্যন্ত পরিপূর্ণ শিয়া হয় না যতক্ষন পর্যন্ত না তারা সাহাবায়ে কেরামগণকে গালি না দেয় । ঠিক সেই রকম শিয়াদের ছোট ভাই আহলে হাদীস দলের লোকেরা ততক্ষন পর্যন্ত পরিপূর্ণ আহলে হাদীস হয় না যতক্ষন পর্যন্ত না তারা আওলিয়ায়ে কেরামগণকে গালি না দেয় ।

১১ নং মিথ্যা

মিরাজ রাব্বানী বলেছে, হোসেন আহমদ মাদানী মাওলানা আস'আদ মাদানীর পিতা ছিলেন । আস'আদ মাদানী বর্তমানে দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম ।

জবাব

এখানে মিরাজ রব্বানী বলেছে যে মাওলানা আস'আদ মাদানী (রহঃ) দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম ছিলেন । এটা মিরাজ রব্বানীর মিথ্যা কথা । কেননা, ফিদায়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা আস'আদ মাদানী (রহঃ) কোন সময়ের জন্যও দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম ছিলেন না । মিরাজ রব্বানী দেওবন্দের ডাইরী বায়ান করতে গিয়ে একথা বলেছে অথচ তার এতটুকু জ্ঞান নেই যে মাওলানা আস'আদ মাদানী (রহঃ) দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম ছিলেন না । যে ব্যাক্তি দেওবন্দের ডাইরী বর্ণনা করে আর দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম কে তা জানে সেই ব্যাক্তি কথার উপর কিভাবে ভরষা করা যেতে পারে ? এরকম ধরনের জাহিল ব্যাক্তি গায়ের মুকাল্লিদ ছাড়া আর কে হতে পারে ?

১২ নং মিথ্যা

মাওলানা যাকারিয়া সাহারানপুরী (রহঃ) এর ফাজায়েলে হজ্ব এর ১৪৪ পৃষ্ঠায় ‘‘ইবনে হাজার মক্কী বলেছেন, মদীনা তাইয়েবার কম পক্ষে ১০০০ (এক হাজার) নাম আছে ।’’

এই কথার উপর মিরাজ রব্বানী চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছে, ‘‘তোমরা আমাকে ৫০ টি নাম বলে দাও । এক হাজার নয় । তবলীগী জামাআতের লোকেরা তোমরা মদীনার ৫০ টি নাম আমাকে বলে দাও । যা বলবে তা হার মেনে নেব ।’’

জবাব

এটা মিরাজ রব্বানীর ফালতু চ্যালেঞ্জ । এই চ্যালেঞ্জের দ্বারা বোঝা যায় মিরাজ রব্বানী সৌদী আরবে থাকা সত্ত্যেও মদীনা মুনাওয়ারার ইতিহাস সম্পর্ক সম্পূর্ণ অজ্ঞ । মদীনা শরীফের ইতিহাস সম্পর্কে লিখিত বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের নাম হল ‘আল মাগানিমুল মাতাবা’ । লেখক হলেন আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব ফিরোজাবাদী । সেই গ্রন্থটি মদীনা থেকে প্রকাশিত হয় । এই কিতাবের লেখক আল্লামা ইয়াকুব বিন ফিরোজাবাদীকে আহলে হাদীসদের ইমাম নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী তাঁর ‘আত্তাজুল মুকাল্লাল’ কিতাবে ‘ইমামে কবীর’ বলেছেন । সেই আল্লামা ইয়াকুব বিন ফিরোজাবাদীর কিতাব ‘আল মাগানিমুল মাতাবা’ এর মধ্যে মদীনা মুনাওয়ারার অনেক নাম লিপিবদ্ধ করা আছে । সেখান থেকে ৫০ টি নাম মিরাজ রব্বানী এবং তার মুকাল্লিদ আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের কাছে পেশ করা হচ্ছে । ৫০টি নাম শুনুন,

১) আল মদীনা, ২) আল বার্‌রা, ৩) আল জাবিরা, ৪) হারামু রাসূলিল্লাহ, ৫) আদ্‌ দার, ৬) আদ্‌ দারুল হিজরা, ৭) আল বাহ্‌রা, ৮) আল হাবীবা, ৯) হাসানা, ১০) দারুল আবরার, ১১) আল ইমান, ১২) আল বুহাইরাহ, ১৩) আল হারাম, ১৪) আল খাইরাহ, ১৫) দারুল আখিয়ার, ১৬) দারুল ইমান, ১৭) আশ শাফিয়া, ১৮) তাইবাহ, ১৯) আল আসিমা, ২০) আল আরুজ, ২১) আল কাসিমা, ২২) আল মু'মিনা, ২৩) আল মাহাব্বাহ, ২৪) আল মাজবুরা, ২৫) আল মুখতারা, ২৬) আল মুসাল্লিমা, ২৭) দারুস সুন্নাহ, ২৮) মুলখাল সিদকিন, ২৯) তাইয়্যীবাহ, ৩০) আল আজরার, ৩১) আল গাররা, ৩২) কুব্বাতুল ইসলাম, ৩৩) আল মুবারাকা, ৩৪) আল মুহাব্বাবা, ৩৫) আল মাহফুফা, ৩৬) মদীনাতু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ৩৭) আল মারজুকা, ৩৮) আল মুতাইয়িবাহ, ৩৯) দারুল হিজরা, ৪০) তা'ব্বাহ, ৪১) গুবাইয়াহ, ৪২) আল আর্‌রাহ, ৪৩) গালাবাহ, ৪৪) কালইয়াতুল আনসার, ৪৫) মুবাব্বাউল হালালি ওয়াল হারাম, ৪৬) আল মাহবুবা, ৪৭) আল মুহার্‌রামা, ৪৮) আল মারহুমা, ৪৯) আল মাক্কীয়েনা, ৫০) আল মুকাদ্দাসা ।

আমরা এখানে মিরাজ রব্বানীর চ্যালেঞ্জ মুতাবিক ৫০টি নাম বলে দিয়েছি । মিরাজ রব্বানীর উচিৎ এবার হার স্বীকার করে নেওয়া । এবং মিরাজ রব্বানী যে বলেছে, "মদীনার ৫০ টি নাম আমাকে বলে দাও । যা বলবে তা হার মেনে নেব ।" এখানে মিরাজ রব্বানী বলেছে, "যা বলবে তা হার মেনে নেব ।" আমরা বলব মিরাজ রব্বানী নিজের গায়ের মুকাল্লিদীয়াত মতবাদ ছেড়ে দিয়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মাযহাব গ্রহণ করে নিক । এখন যদি মিরাজ রব্বানী গায়ের মুকাল্লিদীয়াত ছেড়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মাযহাব গ্রহণ না করে তাহলে আমরা বুঝব যে সে মিথ্যা বলেছে যে "মদীনার ৫০ টি নাম আমাকে বলে দাও । যা বলবে তা হার মেনে নেব ।"

এবার পাঠকগণ আপনারাই বলুন মিরাজ রব্বানী সত্যই আলেমে দ্বীন ও ফাজিলাতুস শায়খ না জাহিল মুল্লা ।

১৩ নং মিথ্যা

মাওলানা যাকারিয়া সাহারানপুরী (রহঃ) এর ফাজায়েলে আমাল এর উপর লিখেছেন যে হযরত আদম (আঃ) ভারতবর্ষ থেকে পায়ে হেঁটে এক হাজার বার হজ্ব করেছেন ।

এর উপর মিরাজ রব্বানী কটাক্ষ করে বলেছে, ‘‘আমার মনে হয় দেওবন্দ থেকে সাহারানপুরের রাস্তা দিয়ে গিয়েছে ।’’ এর মিরাজ রব্বানী বলেছে, ‘‘এদেরকে (অর্থাৎ দেওবন্দীদেরকে) জিজ্ঞাসা করা হোক কা’বা ঘরের প্রথম নির্মাতা কে ছিল ? এরা কি জানে বেচারা জাহিলরা যখন এদের শায়খুল হাদীসের (যাকারিয়া) জানা নেই । কা’বা ঘরকে প্রথম কে নির্মান করেছে ? এদেরকে জিজ্ঞাসা করা হোক কা’বা শরীফের প্রথম নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন কি ছিলেন না তিনি কা’বা শরীফ প্রথম নির্মান করেছেন । তাহলে হযরত আদম (আঃ) কিভাবে কা’বা শরীফ তাওয়াফ করলেন ?’’

জবাব

এখানে মিরাজ রব্বানী বলেছে যে, ‘‘এরা কি জানে বেচারা জাহিলরা যখন এদের শায়খুল হাদীসের (যাকারিয়া) জানা নেই । কা’বা ঘরকে প্রথম কে নির্মান করেছে ? এদেরকে জিজ্ঞাসা করা হোক কা’বা শরীফের প্রথম নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন কি ছিলেন না তিনি কা’বা শরীফ প্রথম নির্মান করেছেন ।’’ অর্থাৎ মিরাজ রব্বানী বলতে চেয়েছে যে কা’বা শরীফের প্রথম নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন । এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । কেননা কা’বা শরীফের প্রথম নির্মাতা ছিলেন হযরত আদম (আঃ) ।

হাদীস শরীফে আছে, “হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, যখন আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ) জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করালেন তখন বললেন । আমি তামার সঙ্গে একটি ঘর অবতরণ করছি । যার চারপাশে তাওয়াফ করা হবে । যেরকম আজকে তাওয়াফ করা হয় । এবং এর মধ্যে নামায পড়া হবে । যেরকম এখন নামায পড়া হয় ।............যখন নুহের প্লাবন আসে তখন এই ঘর উঠিয়ে নেওয়া হয় । এর পর আম্বিয়া (আঃ) তাওয়াফ করতেন কিন্তু তার নির্দষ্ট স্থান জানতেন না এর পর হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে আল্লাহ তার জায়গা বলে দেন যে তিনি পাঁচটি পাহাড়ের পাথর নিয়ে কা’বা শরীফের পুনঃনির্মান করেন ।” (মাজমাওয যাওয়ায়েদ, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৬১)

ইমাম হায়সামী বলেছেন এই হাদীসের রাবী সহীহ ।

এমনকি তাফসীরে কাবীর এর মধ্যে ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন যে হযরত আদম (আঃ) প্রথম কা’বা শরীফ নির্মান করেন এবং কা’বা শরীফের তাওয়াফ করেন । এই কথা ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) তাফসীরে ইবনে কাসীর এর মধ্যে লিখেছেন যে যে হযরত আদম (আঃ) প্রথম কা’বা শরীফ নির্মান করেন । এই কথা আহলে হাদীসদের ইমাম শাওকানীও ফতহুল কাদীর এর মধ্যে লিখেছেন ।

সুতরাং এখানে প্রমাণ হয়ে গেল যে কা’বা শরীফের প্রথম নির্মাতা হযরত আদম (আঃ) ছিলেন । এখানে মিরাজ রব্বানী যে বলেছে, “কা’বা শরীফের প্রথম নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন কি ছিলেন না তিনি কা’বা শরীফ প্রথম নির্মান করেছেন । তাহলে হযরত আদম (আঃ) কিভাবে কা’বা শরীফ তাওয়াফ করলেন ?” তা সম্পূর্ণ মিথ্যা সাব্যস্ত হল । আর মিরাজ রব্বানী যে হযরত মাওলানা যাকারিরা সাহারানপুরী (রহঃ) এর শানে বেয়াদবী সূচক বলেছে, “এরা কি জানে বেচারা জাহিলরা যখন এদের

শায়খুল হাদীসের (যাকারিয়া) জানা নেই ।” পাঠক গন আপনারাই বিচার করে বলুন মাওলানা যাকারিরা সাহারানপুরী (রহঃ) কা’বা শরীফের প্রথম নির্মানকারী সম্পর্কে বেশী জানেন না জাহিল মুল্লা মিরাজ রব্বানী বেশী জানে ? সত্যই গায়ের মুকাল্লিদরা কপাল পোড়া যে তাদের কপালে এমন জাহিল মুজতাহীদ (?) জুটেছে ।

১৪ নং মিথ্যা

মিরাজ রব্বানী রব্বানী বলেছে ইহুদী মহিলা যখন হুযূর (সাঃ) কে বিষ পান করায় তখন সেই সময় ৯ থেকে ১০ জন সাহাবী শহীদ হয়ে যান ।

জবাব

এটাও মিরাজ রব্বানীর সম্পূর্ন মিথ্যা কথা । কেননা, ইহুদী মহিলা যখন হযরত নবী করীম (সাঃ) কে যখন বিষ পান করিয়েছিল তখন বিস্র বিন বারা (রাঃ) ছাড়া কোন সাহাবী শহীদ হন নি । কিন্তু নবীর হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ আহলে হাদীস নামধারী যারা সব সময় হাদীসের নাম যপ করে তারা হাদীস সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান রাখে না যে ইহুদী মহিলা যখন হযরত নবী করীম (সাঃ) কে যখন বিষ পান করিয়েছিল তখন কতজন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন ?

আজকাল জলসা বা যে-কান বক্তৃতার মাহফিলের যেকোন সাধারণ বক্তা ও তালিবে ইলম জানেন যে উক্ত ঘটনায় কতজন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন । কেননা উক্ত ঘটনাটি একটি বিখ্যাত ঘটনা । কিন্তু হাদীস সম্পর্কে জাহিল মিরাজ রব্বানী তা জানে না । এরকম ধরনের জাহিল মুল্লা গায়ের মুকাল্লিদ ছাড়া আর কে হতে পারে ?

মিরাজ রব্বানীর গালী

১ নং গালী

মিরাজ রব্বানী রব্বানী বলেছে, এই তাবলীগী জামাআতীরা পকেটমার, চোর, ডাকু, ইমানকে লুণ্ঠনকারী যারা হারামাইন শরীফে গিয়েও ডাকাতি করে ।

মিরাজ রব্বানী এখানে তাবলীগী জামাআতীদেরকে পকেটমার, চোর, ডাকু, ইমানকে লুণ্ঠনকারী বলেছে । আমরা জানি না যে তাবলীগী জামাআতের ভায়েরা তকবার মিরাজ রব্বানীর পকেট মেরেছে, তকবার মিরাজ রব্বানীর ঘর ডাকাতী করেছে এবং কিভাবে মানুষের ইমান লুণ্ঠন করেছে ? তবে আমরা জানি যে তাবলীগী জামাআতের বদৌলতে হাজার হাজার পকেটমার, ডাকু, বেইমান, মুরতাদ প্রভৃতিরা পাক্কা নামাযী হয়ে গেছে । তাবলীগী জামাআতে আসার পর চুরি, ডাকাতি ছেড়ে ইসলামের জন্য নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে । যে মানুষ হাতে ছুরি, বন্দুক নিয়ে ঘুরত সেই হাতে তসবীহ দেখে গেছে । যে হাতে মানুষ খুন করত সেই হাত আল্লাহর কাছে দুয়ার জন্য উঠেছে ।

মিরাজ রব্বানী বা তার দলবলের লোকেরা কতজন মানুষকে নামাযী বানিয়েছেন তা আমরা জানি না । তবে তবলীগী জামাআতের বদৌলতে যেসব মানুষ নামাযী হয়েছে তাদের কাছে গিয়ে আসওয়াসা দেয় যে সে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ে না তাই তার নামায হয় না । আর্থাৎ মিরাজ রব্বানী তথা গায়ের মুকাল্লিদরা মানুষকে নামাযী তো বানাতে পারে না বরং তারা মানুষকে বেনামাযী করতে পারে ।

২ নং গালী

মিরাজ রব্বানী রব্বানী তাবলীগী জামাআতের মুবাল্লিগদেরকে উদ্দেশে বলেছে, “ইবনুল জাহিল, জাহিল কা বেটা জাহিল, জাহিল কা ঔলাদ মুশরিক বদ আকিদা ।”

তাবলীগী জামাআতের লোকেরা জাহিল নয় তবে মিরাজ রব্বানী যে জাহিলদের সর্দার তা বিচক্ষন পাঠক এতক্ষন দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে পেরে গেছেন ।

৩ নং গালী

মিরাজ রব্বানী রব্বানী তাবলীগী জামাআতের মুবাল্লিগদেরকে উদ্দেশে বলেছে, “আগার তুম আসলি মা আউর বাপ কে হো তো আউ আগার আসলি মা আউর বাপ কে হো তুমহারে উস নসব কা হাওয়ালা দেতা হুঁ কে আউ মুঝে সাবিত করো য়ে তামাম হকীকতে জো তুমহারে হযরতে যাকারিয়া নে আপনি ইস কিতাব (ফাজায়েলে আমাল) কে অন্দর নকল কি হ্যাঁয় ।”

মিরাজ রব্বানী এবং তার দল গায়ের মুকাল্লিদরা যদি আসল বাপের পুত্র এবং হালালী পুত্র হয় যদি তারা হারামী না হয় তাহলে তারা প্রমাণ করুক যে হযরত যাকারিয়া (রহঃ) যা লিখেছেন তা ভূল । কিয়ামত পর্যন্ত কোন বেদ্বীন গায়ের মুকাল্লিদ তা প্রমাণ করতে পারবে না ইনশাল্লাহ ।

৪ নং গালী

মিরাজ রব্বানী মাওলানা যাকারিয়া সাহারানপুরী (রহঃ) ও তাবলীগী

জামাআতীদের কে উদ্দেশ্য করে বলেছে, “আমি মনে করি এই লোকেরা কি ইহুদী ছিল ? এইসব লেখকরা কি ইহুদী ছিল ? এই তাবলীগী জামাআতীরা ইহুদী, খৃষ্টান । এরা কি ? আমার তো বিশ্বাস হয় না । আমি মনে করি যেরকম আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ইসলামের রুপধারণ করে মুসলমানদেরকে গুমরাহ করেছে ।........আমি মনে করি যে ইহুদীরা ইসলামের রুপ ধারণ করে, তবলীগী জামাআতের রুপ ধারণ করে এখন মুসলমানদের ইমান লুট করতে শুরু করেছে ।”

এখন দেখা যাক আসলে ইহুদী কারা ? কারা মুসলমানের রুপ ধারন করে মুসলমানদের ইমান লুট করতে শুরু করেছে । সারা বিশ্বের মানুষ জানে যে ফিলিস্তিন হল প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সম্পত্তি । এ নিয়ে ইহুদীদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রচুর রক্তক্ষয়ী দন্দ্ব হয়েছে । কিন্তু আহলে হাদীসদের বিংশ শতাব্দীর একমাত্র রিজালশাস্ত্রবিদ্ আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী ফতোয়া দিয়েছেন যে ফিলিস্তিনীরা যেন ইসরাইলের জন্য ফিলিস্তিনের ভূমি ছেড়ে দেয় । এবার পাঠকগণ বলুন আসল ইহুদী কারা ?

মিরাজ রব্বানী তথা সমস্ত গায়ের মুকাল্লিদরা বলে যে আল্লাহ আরশের উপর বসে আছেন । যা হল প্রকৃতপক্ষে ইহুদীদের আকিদা । ইহুদীদের কিতাবে আছে,

And Micaiah said, “Therefore hear the word of the LORD: I saw the LORD sitting on his throne, and all the host of heaven standing beside him on his right hand and on his left. (Download Link- http://biblehub.com/1_kings/22-19.htm)

অর্থাৎ সুতরাং প্রভূর বানী শোন । আমি প্রভূকে তার কুরশীর উপর বসা দেখলাম এবং আসমানের সকল সৈন্য তার ডান ও বাম পাশে দাঁড়ানো ছিল । (ওল্ড টেষ্টামেন্ট, দি বুক অফ ফার্স্ট কিং, পরিচ্ছেদ-২২, শ্লোল ১৯)

ইহুদীদের কিতাবে আরও আছে,

1. And crying out with a loud voice, “Salvation belongs to our God who sits on the throne.(The Book of Revelation/ Download Link-http://biblehub.com/revelation/7-10.htm)

2. You have sat on the throne, giving righteous judgment. (TheBookofRevelation/DownloadLink- http://biblehub.com/psalms/47-8.htm)

3. God reigns over the nations; God sits on his holy throne. (The Book of Revelation/ Download Link

http://biblehub.com/psalms/47-8.htm

4. That is why they stand in front of God's throne and serve him day and night in his Temple. And he who sits on the throne will give them shelter. (The Book of Revelation/ Download Link- http://biblehub.com/revelation/7-15.htm)

6. And when those beasts give glory and honour and thanks to him that sat on the throne, who liveth for ever and ever. (The
Book of Revelation/ Download Link- http://biblehub.com/revelation/4-9.htm)

(বিস্তারিত জানতে পড়ুন তথাকথিত সালাফী আলেমদের আকিদাগত মতবিরোধ, লেখক-মুফতী ইজহারুল ইসলাম আল কাউসারী)

পাঠকগণ আপনারাই বিচার করে বলুন মাওলানা যাকারিয়া সাহারানপুরী (রহঃ) ও তাবলীগী জামাআতের লোকেরা ইহুদী না মিরাজ রব্বানী ও তাথাকথিত নামধারী আহলে সম্প্রদায়ের লোকেরা ইহুদী ? একেই বলে নিজে চোর হয়ে অপরকে চোর সাজানো । একেই বলে চোরের মায়ের বড় গলা ।

আমি মনে করি যেরকম আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ইসলামের রুপধারণ করে মুসলমানদেরকে গুমরাহ করেছে । আমি মনে করি যে ইহুদীরা ইসলামের রুপ ধারণ করে, মিরাজ রব্বানীর ও আহলে হাদীসদের রুপ ধারণ করে এখন মুসলমানদের ইমান লুট করতে শুরু করেছে । মিরাজ রব্বনী হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহারানপুরী (রহঃ) কে ইহুদী বলেছে । আর সেই যাকারিয়া (রহঃ) মদীনা মুনাওয়ারায় জান্নাতুল বাকীতে শায়িত আছেন ।

৫ নং গালি

মিরাজ রব্বানী হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহারানপুরী (রহঃ) এর প্রতি গালি দেয়ে বলেছে, "হমারে আহদ কা মুহাদ্দিস হ্যায় জো সব বড়া মুহাদ্দিস বিদ্‌আতী আউর গপবাজ আউর ঝুঠা আউর মক্কার হ্যায় । ইয়ে মর গয়া ম্যায় ইসকো ক্যা বলুঁ ? লেকিন ইসকে মাননে ওয়ালে সবসে বড়ে ঝুটে মক্কার আউর আইয়ার হ্যায় । অগর কোই তাবলীগী তুমসে মিলে তো উসকা গিরেবান পকড়কে উসকো বোলো ইয়ে তু বতা হমে ইয়ে ওয়াকেয়াত তেরে হযরত নে কাহাঁ সে নোট কিয়ে হ্যায় । ওয়ারনা জুতা নিকালকে উসকি নাক পে রগড়ো তাকি ইসকি অকল ঠিকানে আ জায়ে অগর ওহ্ গপ করে অগর ওহ্ ইধর উধর কি করে । আজ ইয়েহী করনা হ্যায় ইসকে আলাওয়া কুছ নেহী হো সকতা হ্যায় । ইসকা ইয়েহী ইলাজ হ্যায় কি জো অকড়ে উসকো পকড়কে আউর জুতে লেকরকে উসকি পিটাই শুরু কি জায়ে ।"

এখানে মিরাজ রব্বানী শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহারানপুরী (রহঃ) কে বিদ্‌আতী, গপবাজ, মিথ্যাবাদী এবং মক্কার বলেছে । এই বেইমান মিরাজ রব্বানী তবলীগী ভায়েদের ঘাড়ে ধরে জুতো নিয়ে নাকে বুলোতে বলেছে এবং জুতো নিয়ে মারতে বলেছে । অর্থাৎ এই বেইমানের

সর্দার মিরাজ রব্বানী মুসলিম উম্মতের মধ্যে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে এক বিরাট ফিৎনা আরম্ভ করতে চেয়েছে। তবে আমরা জানি আমাদের আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের চার মাযহাবের অনুসারী ৯৫% এর অধিক। আর শুধুমাত্র আহনাফ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের অনুসারী ৭৫% এর অধিক। আর গায়ের মুকাল্লিদদের সংখ্যা ১% এর কাছাকাছি। গায়ের মুকাল্লিদদের যদি কপাল পুড়ে থাকে আর আমাদেরকে যাদি তারা মিরাজ রব্বানীর ফতোয়ার উপর আমল করতে গিয়ে আমাদেরকে মারতে আসে তাহলে হানাফীদের তো কিছু ক্ষতি করতে পারবেই না বরং যতগুলি গায়ের মুকাল্লিদ পৃথিবীতে বেঁচে আছে তাও নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারা জুতো নিয়ে মারবে কি দেখা যাবে যে তারা জুতো ছেড়ে ময়দান থেকে পালাতে পথ পাবে না। যদি কোন গায়ের মুকাল্লিদের বিশ্বাস না হয় তাহলে একবার জুতো নিয়ে ময়দানে এসে দেখুক।

পরিশিষ্ট

প্রিয় পাঠক! এতক্ষন দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পেরে গেলেন যে গায়ের মুকাল্লিদ মুল্লা মিরাজ রব্বানী একজন জাহিল, বদ দিয়ানত, খিয়ানতকারী, ফিৎনাবাজ, চালবাজ কুরআন হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ মৌলবী। তার মধ্যে ইলম বলতে কিছু নেই। যা আছে হিংসা ও উলামায়ে হক উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব। সে সারা জীবনে ইসলামের কোন উপকার করতে পারে নি কিন্তু পেরেছে উম্মতের মধ্যে এক বিরাট ফিৎনা আরম্ভ করতে।

এখনও মিরাজ রব্বানী যদি ফিৎনাবাজী বন্ধ না করে এবং আমাদের আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি গালিগালাজ বন্ধ না করে

হানাফী মাযহাব ও উলামায়ে দেওবন্দের কিতাবের ইবারতের প্রতি কুসমালোচনা করা বন্ধ না করে তাহলে আমি আমার রব মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উপর ভরসা করে বলছি ইনশাল্লাহ মিরাজ রব্বানীর এমন অবস্থা করে দেওয়া হবে যে সে মুখ লুকোবার জায়গা পাবে না । ইনশাল্লাহ একদিন এমন হবে যে মিরাজ রব্বানী সহ সমস্ত গায়ের মুকাল্লিদরা আগে আগে হবে আর আমরা তাদেরকে পিছন দিক থেকে তাড়া করব । দেখা যাবে গায়ের মুকাল্লিদরা জুতো ছেড়ে ময়দান থেকে পালাবে ।

মিরাজ রব্বানীর কথা আর কি বলব । বেশ কিছুদিন আগে পাকিস্তানের মুতাকাল্লিমে ইসলাম মুনাযিরে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত হযরত আল্লামা মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান (দাঃবা) মিরাজ রব্বানীর পোস্ট মার্টম করে ছেড়ে দিয়েছেন এবং মিরাজ রব্বানীর প্রতিটি কথার টু দি পয়েন্ট জবাব দিয়েছেন । আজ পর্যন্ত মিরাজ রব্বানীর বাপেরও হিম্মত হয়নি তার জবাব দেওয়ার । মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান সাহেবের কাছে সে লা জবাব হয়ে গেছে । এমনকি দেওবন্দের একজন মাসুম ছোট ছেলে তালিবে ইলম আনাস রমমানী মিরাজ রব্বানীর জবাব দিয়েছেন । তারও উত্তর মিরাজ রব্বানীর দেওয়ার হিম্মত হয় নি । আমরা সহজেই বুঝ-ত পারি মিরাজ রব্বানী দেওবন্দের একজন তালিবে ইলমের কাছে লা-জবাব হয়ে গেছে । তাহলে সিংহের মতো গর্জনকারী গায়ের মুকাল্লিদের ইঁদরের মতো জ্ঞানকারী মাওলানা ইলিয়াস গুম্মানের জবাব দেবে কি ? উলামায়ে দেওবন্দ শের । আর গায়ের মুকাল্লিদরা হল ইঁদূর । ইঁদুর কি কখনো সিংহের সঙ্গে মুকাবিলা করতে পারে । ইলিয়াস গুম্মান সাহেব ও আনাস রহমানী যে মিরাজ রব্বানীর পোস্ট মার্টম করে দিয়েছেন তা Youtube এর মধ্যে মৌজুদ আছে যেকোন ব্যাক্তি তা ডাউনলোড করে শুনতে পারেন ।

একটি চ্যালেঞ্জ

এখানে আমি মিরাজ রব্বানীর বক্তৃতার হাওয়ালা দিয়ে যা প্রতিবাদ করেছি । যদি কোন গায়ের মুকাল্লিদ একথা প্রমান করে দিতে পারে যে মিরাজ রব্বানী তার বক্তৃতায় তা বলেনি বা আমি মিরাজ রব্বানীর যে গালি উল্লেখ করেছি সেই গালি মিরাজ রব্বানী দেয়নি তাহলে আমার তরফ থেকে নগদ ১ লক্ষ্য টাকা পুরস্কার দেওয়ার ওয়াদা রইল । যদি টাকা দিতে না পারি তাহলে আমি হার স্বীকার করে নিয়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মাযহাব ত্যাগ করে গায়ের মুকাল্লিদ মাযহাব গ্রহন করে নেব ।

কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোন গায়ের মুকাল্লিদ তা হিম্মত করতে পারবে না ।

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
গ্রাম ঃ শালজোড়, পো ঃ লোকপুর
থানা ঃ খয়রাশোল, জেলা ঃ বীরভূম
পিন ঃ ৭৩১১২৩
Email-md.abdulalim1988@gmail.com

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১. তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে ।
২. ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে ?
৩. সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন ?
৪. ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ ।
৫. আমরা সবাই মৌলবাদী ।
৬. কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা ।
৭. আমরা সবাই তালিবান ।
৮. রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ ?
৯. মুহাররম মাসে তাজিয়াবাজী ।
১০. তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত ।

রদ্দে গায়ের মুকাল্লিদীয়াত সিরিজ

১১. ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলিদ । (১ নং সিরিজ)
১২. এরা আহলে হাদীস না শিয়া ? (২ নং সিরিজ)
১৩. আল কালামুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ । (৩ নং সিরিজ)
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ)
১৪. ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খন্ডন । (৪ নং সিরিজ)
১৫. তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান । (৫ নং সিরিজ)
১৬. মিরাজ রাব্বানীর রহস্য ফাঁস (৬ নং সিরিজ)
১৭. আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় । (৭ নং সিরিজ)
১৮. গুমরাহীর নায়ক ডা. জাকির নায়েক । (৮ নং সিরিজ)
১৯. আকিদা হায়াতুন নবী (সা:) (৯ নং সিরিজ)
২০. সুন্নাত রাসুলুস সাকলাইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন । (১০ নং সিরিজ)
২১. মাসআলা আমীন বিল জেহের ।(১১ নং সিরিজ)
২২. সুন্নাত রসুলে আকরাম ফি কিরাত খলফল ইমাম ।(১২ নং সিরিজ)
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ)

অনুদিত পুস্তক

১. হাদীস এবং সুন্নাতের মধ্যে পর্থক্য ।
[মূল উর্দূ লেখক - হুজ্জাতুল্লাহ ফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহ.)]
২. আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সঙ্গে মতবিরোধ ।
[মূল উর্দূ লেখক - আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহ.)]